

রথযাত্রা প্রচলন

কথিত আছে, আষাঢ় মাসের শুক্ল দ্বিতীয়ায় বলরাম ও বোন সুভদ্রার সঙ্গে মাসরি বাড়ি যান জগন্নাথ। মাসরি বাড়ি অর্থাৎ ইন্দ্রদ্যুম্নের পত্নী গুন্ডচির বাড়ি। সেখান থেকে আবার সাতদিন পর মন্দিরে ফিরে আসেন জগন্নাথ। গুন্ডচি মন্দির থেকে ফেরার পথে, তিনি দেবতা মটাসিমা মন্দিরে (মাসরি আবাস) কাছে কিছুক্ষণের জন্য থামেন এবং পোড়া পিঠার একটি নিবৈদ্য পান, যা দেবতার প্রিয়। বলে মনে করা হয়। একটি বিশেষ ধরনের প্য়ানকে।

এটাই জগন্নাথ দেবের মাসরি বাড়ি যাওয়া বলে। পরপর তিনটি সুসজ্জিত রথে চেপে মাসরি বাড়ি উদ্দেশ্যে যান জগন্নাথ। এই যাওয়াতে সোজা রথ আর ফিরে আসাকে উল্টো রথ বলে।

রথের বিবরণ- জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা।

চাকার সংখ্যা- 16 ,

ব্যবহৃত কাঠের টুকরা মোট সংখ্যা - 832, 763, 593

পতাকার নাম- ত্রিলোক্যমোহিনী, উন্নানি, নাদাম্বিকা।

ঘোড়ার রঙ - সাদা, কালো, লাল।

নয়টি পার্শ্বদেবতা- পঞ্চমুখী মহাবীর (হনুমান)হরহিরমধুসূদনা (বিষ্ণু)গরিধির (কৃষ্ণ)পান্ডু নরসিংহচতিমণি কৃষ্ণনারায়ণ (বিষ্ণু)চাতরা ভাঙ্গা রাবনা

(রাম)হনুমানের উপর উপবিস্ট রাম,

গণেশেকার্তকিয়ে,সর্বমঙ্গলাপ্রলাম্বরী (বলরাম)হলায়ুধ (বলরাম)মৃত্যুঞ্জয়. (শবি)নাটম্বর (শবি)মুক্তেশ্বর (শবি)শশেদেব,

চণ্ডীচামুন্ডাউগ্রতারাবনদুর্গা (দুর্গা)শূলদুর্গা

(দুর্গা)বারাহীশ্যামাকালীমঙ্গলাবম্বিকা।

রথের নাম- নন্দীঘোষা, তালধ্বজা, দর্পদলানা

ঘোড়ার নাম- শঙ্খবলাহাশ্বতোহরদিশ্ব, তবিরামোরাদীর্ঘশর্মাস্বর্ণনাভা,

রোচকামচকিজতিঅপরাজতি,

দারোয়ান (দ্বারপাল) - জয়াবজিয়া, নন্দাসুনন্দা, গঙ্গায়মুনা।

পতাকা প্রতীক- পাম গাছ

রথের দড়ি নাম- শঙ্খচুড়. নাগিনী, বাসুকিনাগ, স্বর্ণচুড়. নাগিনী,

অভিভাবক -গরুড়. ,বাসুদেব ,জয়দুর্গা।

সারথি - দারুকা, মাতালি, অর্জুন

সঙ্গী দেবতা- মদনমোহন, রামকৃষ্ণ, সুদর্শনা।

রথের বকিল্প নাম - গরুড়ধ্বজ, কপধ্বজ লাঙ্গলধ্বজা দেবদলন, পদ্মধ্বজ।

পতাকার রং- লাল- হলুদ (বিষ্ণুর সাথে যুক্ত হলুদ), লাল- নীলাভ সবুজ, লাল-কালো (দেবীর সাথে যুক্ত কালো)

রথযাত্রা বা রথদ্বিতীয়া একটি আষাঢ় মাসে আয়োজিত অন্যতম প্রধান হিন্দু

উৎসব। ভারতের ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে এই উৎসব বিশেষ

উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হয়। এছাড়া ইসকনের ব্যাপক প্রচারের জন্য এখন এটি বিশ্বব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়।